পোর্ট ক্যানিং: একটি অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাস (১৮৫৩-১৯৪৭)

মুরারী মোহন মিস্ত্রী

ইতিহাস বিভাগ

বাঘ কুমিরের বাসভূমি ভয়ঙ্কর-সুন্দর সুন্দরবনের ভগ্নাংশ মাতলা নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত 'পোর্ট ক্যানিং' আজ শুধুই ক্যানিং, একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত এহেন শহরকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্যানিং মহকুমা। এই গবেষণা সন্দর্ভটি ১৮৫৩ সালে বন্দর তৈরীর সূত্র ধরে একটি অঞ্চল ধীরে ধীরে কিভাবে জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল? এবং এই অঞ্চলে আগত জনগণ কিভাবে নিজেদের রাজনৈতিক আত্মপরিচয় গঠনের মাধ্যমে মহকুমা তৈরীর যাত্রাপথ প্রস্তুত করেছিল? অর্থাৎ বন-বাদড় থেকে একটি অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়াস। ১৮৫৩ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি 'চেম্বার অফ কমার্সের' সদস্যদের পরামর্শ মতে কলিকাতার পরিপূরক বন্দর তৈরীর উদ্দেশ্যে মাতলা তীরে যে বন্দর তৈরীর সূচনা করেছিলেন 'পোর্ট ক্যানিং' নামে পরিচিত সেই বন্দরের সূত্র ধরে মাতলা জনপদ ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলি সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছিল। তবে এর জনবসতির সূচনা হয়েছিল আরও পূর্বে, ইংরেজ কর্তৃক চব্বিশ পরগনা জমিদারি গ্রহণের সময় থেকে। লট আকারে জমিদারি স্বত্ব বিলি বন্দোবস্তের সময় এই অঞ্চলে বহু পুরাতন জমিদার সঙ্গে কিছু নব্য ধনী পরিবার ও তাদের নায়ক গোমস্তারা এসেছিল। জমিদারি আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লটগুলির জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপনের সূচনা হয়েছিল তাদের হাতে। এইসমস্ত জমিদার ও তাদের নায়েবরা পার্শ্ববর্তী জেলা বা রাজ্য থেকে জঙ্গল সাফইয়ের কাজে যেসকল মানুষদের এনেছিল তারাই হয়েছিল এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। এই অঞ্চলে যেসকল জমিদার লটের মালিক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম

ছিলেন স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন। তিনি ক্যানিং থেকে আরও দক্ষিণে জল-জঙ্গল ঘেরা তিনটি দ্বীপ গোসাবা, রাঙ্গাবেলিয়া ও সাতজেলিয়াতে বসতি স্থাপনের সূচনা করেছিলেন। তবে অন্যান্য জমিদারদের মত শুধুমাত্র মুনাফা লাভের আশায় তিনি এখানে আসেননি। হ্যামিল্টন সাহেব সমবায়ের আদর্শে গোসাবাবাসীকে স্বনির্ভর করে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে সাহেবের মৃত্যুর পর এই স্বনির্ভর মানুষগুলোর মধ্যে জাগ্রত হওয়া স্বায়ত্তশাসন বোধ হ্যামিল্টনাবাদের মধ্যে জমতে থাকা কলুষতার অন্ধকারকে সরিয়ে আলোর পথে নিয়ে এসেছিল। ১৯৪৬ সালে যখন সারা বাংলা জুড়ে কৃষকদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই তেভাগার সূচনা হয়েছিল তখন বর্তমানের ক্যানিং মহকুমাধীন অধিবাসীদের মধ্যেও জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিদ্রোহের আকার নিয়েছিল। অর্থাৎ তেভাগা বাদাবন সমৃদ্ধ ক্যানিং মহকুমাধীন অঞ্চলগুলির মানুষের মধ্যে রাজনৈতিকতার ধারণাকে জাগ্রত করেছিল। তাদেরকে একটি স্বয়ংসম্পন্ন রাজনৈতিক বৃত্ত তৈরী করতে সাহায্য করেছিল, যেটি স্বাধীনতার পরে সুন্দরবনকে পৃথক জেলা ঘোষণা করে ক্যানিংকে মহকুমা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে যে আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল তার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিল।